Q. কান্টের কোপারনিকান বিপ্লব ব্যাখ্যা কর। 10. (3)

Ans → কান্ট মনে করেন, তিনি দর্শনের ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা করেছেন, তা কোপারনিকাসের বিপ্লবের সাথে তুলনীয়। কোপারনিকাস জ্যোতির্বিজ্ঞানে তৎকালীন প্রচলিত ভূকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে সূর্যকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার প্রবর্তন করেছিলেন। সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখে লোকে মনে করতো যে, পৃথিবী স্থির, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। কিন্তু কোপারনিকাস এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন যে, সূর্যই স্থির — পৃথিবীই তার চারদিকে ঘুরছে। কোপারনিকাসের এই ব্যাখ্যাই সূর্যকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা বলে পরিচিত। কোপারনিকাসের মতে, সূর্যকে আপাত-দৃষ্টিতে গতিশীল বলে মনে হয়। কারণ আমরা আমাদের গতি সূর্যে আরোপ করি। গতি প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর, সূর্যের নয়। পৃথিবীর গতি সূর্যে আরোপিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কোপারনিকাসের এই ব্যাখ্যাই সঠিক প্রমাণিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপারনিকাসের এই নতুন ব্যাখ্যা এক বিপ্লবেরই সূচনা করে।

ভূকেন্দ্রিক মতবাদের বিপরীতে কোপারনিকাস যেমন সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন, ঠিক সেইরকম কান্ট জ্ঞান (বা জ্ঞান) এক পরিবর্তন আনলেন। এই কান্টের এই ব্যাখ্যাই কোপারনিকাসের বিপ্লবের সাথে তুলনীয়। কান্টের পূর্ববর্তী সরল বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মনে করতেন যে, জ্ঞান মাত্রই বিষয় নির্ধারিত হবে, জ্ঞান (কে যত) হতে হলে জ্ঞান (কে) বিষয়ের অনুরূপ হতে হবে। কিন্তু কান্ট দেখান যে, জ্ঞান (কে যত) হতে হলে ~~জ্ঞানকে বিষয়ের অনুরূপ হতে হবে~~, বিষয়কেই জ্ঞানের অনুরূপ হতে হবে। কান্ট দেখালেন, এই নতুন অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় প্রকল্পটি অধিকতর উপযোগী। কিন্তু এই কথার অর্থ এই নয় যে, বাস্তব মতকে কান্ট বাক্যের নামক কতগুলি মানসিক আকারে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বিষয়গত-বা "বৌদ্ধিক আকার সম্মত" না হলে কোন পদার্থই জ্ঞেয় বিষয়রূপে আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রতিভাত হতে পারে না। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিষয় অবশ্যই বৌদ্ধিক আকার সম্মত হবে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে মন যদি নিষ্ক্রিয় থাকে তাহলে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ব্যাখ্যা করা যায় না।

Scanned with CamScanner

কিন্তু নীতিগত সক্রিয়তার অর্থ এই নয় যে, মন জগৎ থেকে কোনকিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কান্টের কোপারনিকাস বিপ্লবকে প্রকৃষ্ট হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কারণ কান্টের মতে, অভিজ্ঞতায় আমরা যা পাই, তা একদিকে যেমন ঐন্দ্রিয় ক্ষেত্রে দেশ-কালরূপ পূর্বতঃসিদ্ধ আকারে আকারিত, অপরদিকে তেমনি বৌদ্ধিক আকারে আকারিত। বস্তুর প্রকৃত রূপ কিন্তু কখনো ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে ধরা পড়ে না। সুতরাং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আমরা যদি কান্টের কোপারনিকাস বিপ্লবের কথা স্বীকার করি, তাহলে আমরা জানতে পারি যে, ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে যা পাই তা ব্যাখ্যা করতে হলে পূর্বতঃসিদ্ধ বিষয়নিষ্ঠ আকার সকলের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত আমরা কান্টের তত্ত্বের সঙ্গে কোপারনিকাসের বিপ্লবের মূল সাদৃশ্যের বিষয়টি আলোচনা করছি —

আপাত দৃষ্টিতে সূর্য ও তারাদের গতিশীল বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এদের কোন গতি নেই, প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির অবস্থা বিশেষের জন্যই গতির প্রতীতি হয় মাত্র। ঠিক সেইরকম জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়ের যে ধর্ম আমরা দেখি তা যথাযথভাবে বিষয়েই আছে বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তির ওপর বিষয়ের ধর্ম নির্ভরশীল। অতএব সাদৃশ্যের মূল কথাটি হল — সৌরজগতের বস্তুসমূহের আপাত গতির ব্যাখ্যা কোপারনিকাস দিলেন, পৃথিবী স্থিত প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির গতির মাধ্যমে। অনুরূপভাবে কান্ট জ্ঞাতার মনের (বুদ্ধির) দ্বারা পার্থিব জগতের বস্তুসমূহের আপাত (বুদ্ধির) ব্যাখ্যা করলেন। [কান্ট সমস্ত তার দার্শনিক অনুসন্ধানকে কোপারনিকাসের বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এমন কথা তিনি এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এই বিপ্লব কেবলমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনেনি, আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এনেছে]॥

Scanned with CamScanner